একান্ত কামনা

তরু ইসলাম

সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, লেখক আমি কোনটাই নই। তবে "দেখক" বলা যেতে পারে। সেটা কেন, পরে বলছি। পরবাসে আসা অব্দি দু'বেলা কাজে যেতে ট্রেনে ঘন্টা দুই লেগে যায়। বছরের হিসেবে কম নয়! তারহীন প্রযুক্তির কারনে ট্রেনে বসে কিছু একটা করা দুরহ নয়। তাই দেখি। স্বচ্ছ স্ক্রিনে! দেশের, দশের নানান কথা। সব দেখি না। মনেও ধরে না। হেডলাইন, তার সাথে দু'এক লাইন। চোখ বুলাই জানা দু'একটাতে। সিডনিবাসি ও বাংলা-সিডনি ডট কম সিডনির ইলেক্ট্রপত্র। সীমিত সময়, তাই শুধু আপডেটটা দেখি। মনের অজান্তে শ্রান্ত চোখ দু'একটাতে বেশ আকৃষ্ট হয়। দারুন লেখা! শিরোনাম দেখেই মনে তাগাদা পাই। শিরোনামের সাথে নম্বর! সনাক্ত করার সহজ উপায়। লাইনের ধাপটা রত্তি রত্তি। কুশলি শব্দের বুনন। বড় আবেগ ছোট করে ওমন স্বচ্ছ প্রকাশ! না পড়লেই নয়। ছোট খাটো ঘনঘটা তার উপর মন জুড়ান শৈলিপনা। লেখার ধারা নতুন নয়; তারপরেও বলবো - রীতির সমুদ্রে রবীন্দ্র, শরৎ, বঙ্কীম এবং একালের হুমায়ুন দের উৎরে নয় - এ যেন নুতন ধাচ। ছোট্ট দু:খ ছোট ব্যথা। যন্ত্রনা ও মিনতির কথা। এই সব দিয়ে সম্প্রতি কিছু লেখা দেখি। প্রবল আগ্রহে। এ কারনে নিজেকে "দেখক" বলাটা বেছে নিলাম।

বাংলা সিডনি ডট কমের অনলাইনে প্রাবন্ধিক "ডালিয়া নিলুফার" এর শানিত মসির খোচা খুচিতে নব্য ধঙের নাম দেখলেই – কেন জানিনা নিজেকে পাঠক বানাতে চেষ্টা করি। বাদ রাখিনা একটিও। দপ্তরের কাজের ফাকে, চা না খেয়ে, সময় বাচিয়ে, ট্রেনে বসে জেরেক্সের পাতায়, পড়ি আর পড়ি। ক্রমিক ধারার ছিটে ফোটা, সন্দশের টুকরাগুলো, সিডনির মেলা থেকে বংলা স্কুল, বর্ষবরণ সহ বাংলার ভাষা দিবস ও দাস্তিক ভাষা মিনার, মাসরুম সম বাঙালি প্রতিষ্ঠান!

আতিথেয়তায় বাঙালিপনা। শুধু পড়িনা, একটি লেখা বার কয়েক পড়ি। খুজে ফিরি তার লেখায় নতুন ভঙ্গিমার মসলার কুন্ডলি। আরো কত কি? আমি লেখক না! দেখক ছিলাম। তবে এখন নিয়মিত পাঠক।

ঢাউস ক্যানভাসে “ছিটে ফোটা” গত ছয় মাসে ছয়টি। এ যেন ছয়টি বিন্দু! কেন নয়টি নয়? কিম্বা বারোটি? বাংলা সিডনিতে অনেকে লেখে। দেখি লম্বা লাইন। নানান কথা। প্রাবন্ধিক ডালিয়া নিলুফারের লেখাতে একটা ভিন্ন তৃপ্তি। শিরোনামটাও ভিন্ন রীতির। সম্প্রতি ঢাকার ছিটে ফোটায় রাস্তার ঘাতকযান। বিত্তহীন মানুষ। চলাচলে যন্ত্রনা! বাজারে ঝলসানো দ্রব্যমূল্য! শুধু পড়ি না। যেন লেখকের মুখে গল্প শুনি। পারবাসে বসে দেশের ছোয়া ।

“দেখক” হয়ে নয় - পাঠক হতে চেষ্টা। যদি আরো ছিটেফোটার ঘনঘটা হতো বাংলা সিডনিতে – তৃপ্ত হতাম। কাটতো একটু ভালো সময়। প্রতিদিন ট্রেনে যেতে আসতে। আমার এ লেখাটি সেই অতৃপ্ত পাঠকের একান্ত কামনা।

taruislam@yahoo.com.au